246225 - নামাযে মাসবুকের বিধানসমূহ

প্রশ্ন

নামাযে মাসবুকের বিধানসমূহ বিস্তারিত জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

'আল-মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যা' গ্রন্থে (৩/৩৫৩) এসেছে: 'মাসবুক হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার আগে ইমাম নামাযের সকল রাকাত বা কিছু রাকাত পড়ে ফেলেছেন।'[সমাপ্ত]

দুই:

মাসবূকের বিধানসমূহ:

১. মাসবূক ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে সে ধীর-স্থিরতা ও গাম্ভীর্যের সাথে মসজিদে আসবে।

মাসবূক ইমামের সাথে নামাযের যে অংশ পাবে সেটি তার নামাযের প্রথম অংশ। উদাহরণস্বরূপ মাসবূক যদি ইমামের সাথে মাগরিবের নামাযের দ্বিতীয় রাকাত পায়, তাহলে এটি ইমামের দ্বিতীয় রাকাত, আর মাসবূক নামাযীর প্রথম রাকাত।

এই দুটি হুকুমের দলীল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: 'যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে তখন নামাযের দিকে হেঁটে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূরণ করবে।'[হাদীসটি বুখারী (৬০০) বর্ণনা করেন]

কিছু আলেম ব্যতিক্রম হিসেবে বলেছেন যে যদি জামাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সে সামান্য গতি বাড়াতে পারে; যাতে জামাত ধরতে পারে।

২. মাসবূক ব্যক্তি যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় ধরতে পারে তাহলে তার জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলা আবশ্যক। ঝুঁকে পড়া অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বললে তার নামায সঠিক হবে না।

ইমাম নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘যে ক্ষত্রেে দাঁড়ানো আবশ্যক সে ক্ষত্রেে দাঁড়য়িে তাকবীরে তাহরীমা বলা আবশ্যক। অনুরূপভাবে যে মাসবূক ব্যক্তি ইমামকে রুকু অবস্থায় পায়, তার জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমার বাক্য পূর্ণরূপে বলতে হবে। যদি দাঁড়ানো অবস্থার বাইরে তাকবীররে একটি হরফও উচ্চারণ করে তাহলে তার ফরয নামায হবে না। এ নয়িে কোনো মতভদে নইে।’[সমাপ্ত][আল-মাজমূ (৩/২৯৬)]

৩. মাসবূক ব্যক্তি যদি এমতাবস্থায় পৌঁছান যে ইমাম রুকুতে আছনে তাহলে তার জন্য সতর্কতা হসিবেে দু’টি তাকবীর বলা বাঞ্ছনীয়: প্রথমটি তাকবীরে তাহরীমা ও দ্বতিীয়টি রুকুর তাকবীর। যদি শুধু তাকবীরে তাহরীমা বলে এবং রুকুর তাকবীর বলা ছাড়া রুকু করে তাহলে আলমেদরে বশিুদ্ধ মতানুসারে সটেি তার জন্য যথষ্টে হবে।

শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: ‘যদি মুক্তাদি নামাযে এমন সময়ে আসে যে ইমাম রুকুতে আছনে, তাহলে সে কি শুরুর তাকবীর ও রুকুর তাকবীর দবি; নাকি তাকবীর দয়িে রুকুতে চলে যাবে?

উত্তর: উত্তম ও সতর্কতা হচ্ছে উভয় তাকবীর প্রদান করা: প্রথমটি তাকবীরে তাহরীমা যা একটি রোকন এবং এটি অবশ্যই দাঁড়ানো অবস্থায় দতিে হবে। আর দ্বতিীয়টি রুকুর তাকবীর যা রুকু দওেয়ার সময়ে দতিে হবে। যদি সে কোনো রাকাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে আলমেদরে বশিুদ্ধ মতানুসারে শুধু তাকবীরে তাহরীমা তার জন্য যথষ্টে হবে। কারণ দু’টি ইবাদত একই সময়ে একত্রতি হয়ছে। ফলে বড়টি (তাকবীরে তাহরীমা) ছোটটরি (রুকুর তাকবীররে) পক্ষ থকেে যথষ্টে হয়ছে। অধকিাংশ আলমেরে মতে এই রাকাত যথষ্টে হবে।’[সমাপ্ত][মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায (১১/২৪৫)]

৪. যদি মুক্তাদি ইমামকে রুকুরত অবস্থায় পয়েে থাকে তাহলে তার জন্য ঐ রাকাত যথষ্টে হব; যদওি ইমাম মাথা ওঠানোর পরে মুক্তাদি তাসবীহ পড়ে থাকে।

৫. যদি মাসবূক ব্যক্তরি মনে সংশয় থাকে যে সে কি ইমামরে সাথে রুকু পয়েছে নাকি পায়নি, এমন অবস্থায় সে তার প্রবল ধারণাকে গ্রহণ করব। যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে সে রুকুরত অবস্থায় ইমামকে পয়েছে তাহলে সে রাকাত পয়েছে বলে গণ্য হব। আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে সে রুকু পায়নি তাহলে সে রাকাত পায়নি বলে গণ্য হবে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহুর ‘আশ-শারহুল মুমতি’ গ্রন্থে (৩/৩৮৩) এসছে:

‘মাসয়ালা: যদি কোনো ব্যক্তি এসে দখেতে পায় ইমাম রুকু অবস্থায় আছ, এরপর সে তাকবীরে তাহরীমা দয়িে রুকুতে যায়। পরবর্তীতে তার মনে সংশয় হয় যে সে কি ইমামকে রুকুতে পয়েছে, নাকি ইমামকে ধরার আগে ইমাম রুকু থকেে উঠে গয়িছে; তাহলে লখেকরে মতে এই রাকাত ধর্তব্য হবে না। কারণ সে রুকু পয়েছে কনিা তা নয়িে সংশয়ে আছ। এমন অবস্থায় যে বষিয়ে তার দৃঢ় বশি্বাস আছে সটেরি উপর সে থাকব। সটেি হচ্ছে যে সে রুকু পায়নি। ফলে তার এই রাকাত গণ্য হবে না।

আর দ্বতিীয় মত হচ্ছ: প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা। আমরা বলব: আপনার প্রবল ধারণায় আপনি কি ইমামকে রুকুতে

পয়েছেন; নাকি পাননি? যদি তিনি বলনে: হ্যাঁ, আমার প্রবল ধারণা আমি ইমামকে রুকুতে পয়েছেি। তাহলে আমরা বলব: আপনার জন্য রাকাতটি গণ্য হবে। আর যদি তিনি বলনে: আমার প্রবল ধারণা হচ্ছে আমি রাকাত পাইনি। তাহলে আমরা বলব: আপনি এই রাকাত গণনা না করে নামায পূর্ণ করুন। যদি তিনি বলনে: আমি দ্বধিাদ্বন্দ্বে আছি। আমি রাকাতটি পয়েছেি বলে আমার প্রবল ধারণা হচ্ছে না। তাহলে আমরা বলব: আপনি যটো সুনশ্চিতি সটোর উপর নর্িভর করুন। এই রাকাতটি গণনা না করে নামায পূর্ণ করুন।'[সমাপ্ত]

৬. মাসবূক ব্যক্তরি জন্য কাতাররে পছেনে একাকী নামায পড়া জায়যে হবে, যদি সে তার সামনরে কাতারে কোনো জায়গা না পায়।

৭. ইমাম যদি এক রাকাত বশেি পড়নে তাহলে মাসবূক কি সইে অতরিক্তি রাকাত গণনা করবে? বষিয়টি নয়িে আলমেদরে মাঝে মতানক্যে রয়ছে।ে

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: 'যদি ইমাম (ভুলবশত) পাঁচ রাকাত পড়ে, আর কোনো ব্যক্তি দ্বতিীয় রাকাতে তার সাথে শরীক হয়, তাহলে সে কি ইমামরে সাথে সালাম ফরোবে; নাকি আরো এক রাকাত পড়বে?

তনিি উত্তর দনে: এ বষিয়ে আলমেরা মতভদে করছেনে। কছিু আলমে মনে করনে, ইমাম যদি পাঁচ রাকাত পড়ে সালাম ফরোয়, তাহলে মাসবূকরে জন্য আরও এক রাকাত পড়া আবশ্যক। এ অবস্থায় সে যনে ইমামরে মত করইে পাঁচ রাকাত পড়ল। এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: "ইমামরে সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে।" তাদরে মতে উক্ত ব্যক্তরি এক রাকাত ছুটে গয়িছে, সুতরাং তাকে এটি আদায় করতে হবে।

কন্িতু অগ্রগণ্য অভমিত হলো: তার জন্য পঞ্চম কোনো রাকাত আদায় করা জায়যে হবে না। বরং এমন ক্ষত্রেে সে ইমামরে সাথইে সালাম ফরোবে। কারণ ইমাম ভুলবশতঃ পঞ্চম রাকাত পড়ছে, ইমামরে ওজর আছে। অন্যদকিে এই ব্যক্তরি কোনো ওজর নইে। তনিি যহেতেু জানতে পরেছেনে যে তনিি চার রাকাত নামায পড়ছেনে, এরপরে তার জন্য নামাযে বৃদ্ধি করা বধৈ নয়।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: 'যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে' এখানে 'পূর্ণ করবে' কথাটি প্রমাণ করে যে যা ছুটে গয়িছে তার ফলে নামাযে ঘাটতি হয়ছে।ে কন্িতু সে যদি ইমামরে সাথে চার রাকাত পড়ে তাহলে তো তার নামাযে কোনো ঘাটতি হয়নি। উক্ত হাদীসরে জবাব এটই।ি আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৪/২০)]

দখেুন: (49046) ও (87853) নং প্রশ্নরে উত্তর।

৮. ইমাম যদি সালাম ফরোনোর আগে সাহু সজিদা দয়ে তাহলে মাসবূক তার সাথে সাহু সজিদা দবি; মাসবূক সইে সাহু তথা

ভুলরে সময় নামাযে অংশগ্রহণ করুক কংিবা ভুলরে পরে নামাযে অংশগ্রহণ করুক; উভয় অবস্থাতইে (সে সাহু সজিদা দবি)। যদি সালাম ফরোনোর পরে ইমাম সাহু সজিদা দয়ে তাহলে মাসবূক সজিদার ক্ষত্রেে ইমামরে অনুসরণ করবে না। কারণ এমন অবস্থায় তাকে অনুসরণ করা তার জন্য সম্ভবপর নয়।

৯. মাসবূক অন্তত এক রাকাত না পাওয়া ছাড়া জামাত পয়েছে বলে গণ্য হবে না। রুকু পাওয়ার মাধ্যমইে রাকাত পাওয়া যায়।

'ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ' (৬/২২৫)-তে এসছে:

'সঠকি মত অনুসারে মাসবূক ব্যক্তি এক রাকাত পাওয়া ছাড়া জামাত পয়েছে বলে গণ্য হবে না। কারণ হাদীসে এসছে: 'যে ব্যক্তি কোনো নামাযে এক রাকাত পয়েছে সে নামাযটি পয়েছে।'[হাদীসটি মুসলমি তার সহহি গ্রন্থে বর্ণনা করছেনে] আর রুকু পাওয়ার মাধ্যমইে রাকাত পাওয়া যায়।[সমাপ্ত]

১১. মাসবূক যদি শষে রুকুর পরে পৌঁছে তাহলে তার জন্য ইমামরে সাথে নামাযে প্রবশে করাই উত্তম। সে অন্য জামাতরে অপক্ষো করবে না।

'ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ' (দ্বতিীয় খণ্ড, ৬/২২৫)-তে এসছে:

'যদি মুসলমি ব্যক্তি শষে রাকাতরে রুকুর পরে আসে তাহলে তার জন্য ইমামরে সাথে যা পায় তাতইে অংশগ্রহণ করা উত্তম। এর কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণীর ব্যাপকতা যখোনে তনিি বলছেনে: "যখন তোমরা নামাযে আসবে তখন তোমাদরে উচতি স্থরিতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। ইমামরে সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করব, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে।" তাঁর এ বক্তব্য শষে রুকুর আগরে ও পররে উভয় অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে।'[সমাপ্ত]

১২. মাসবূক ব্যক্তরি যদি জুমার নামাযরে দ্বতিীয় রাকাতরে রুকু ছুটে যায় তাহলে সে জুমার নামায পয়েছে বলে গণ্য হবে না। তাই সে যদি এমন সময়ে এসে পৌঁছায় যখন ইমাম জুমার দ্বতিীয় রাকাতরে রুকু থকেে উঠে গয়িছেনে তাহলে তার জুমা ছুটে গয়িছে বলে গণ্য হব। এ অবস্থায় সে ইমামরে সাথে নামাযে যোগ দবিে এবং ইমাম সালাম ফরোনোর পরে সে নামাযটি যোহর হসিবেে পূরণ করব। আরো জানতে (12601) নং প্রশ্নরে উত্তর দখেুন।

১৩. মাসবূক ব্যক্তরি জন্য সতর্কতা হচ্ছ: তার নামাযরে যে অংশটি ছুটে গয়িছে সটেি আদায় করার জন্য সে ততক্ষণ পর্যন্ত উঠবে না যতক্ষণ না ইমাম দ্বতিীয় সালাম ফরোনো শষে কর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।